বিল নং ----------,২০২২

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ** -(১) এই আইন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।-বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন),অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর-

(ক) দফা (১২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১২ক) ও (১২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(১২ক) "ব্যক্তি"অর্থ যে কোনো ব্যক্তি, এবং কোন কোম্পানি, অংশীদারি কারবার বা ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ, নিবন্ধিত হউক বা না হউক, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২খ) "ব্যবহারস্বত্ব" অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন অধিগ্রহণ ব্যতীত সাবওয়ে নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য সাবওয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন ভূমিতে উহার মালিকের সহিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত সীমা ও শর্তে মালিকের অধিকার বলবৎ রাখিয়াধারা ১৩ (ক) উপ-ধারা ৩ এর শর্তাংশে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে নির্ধারিত ক্ষতি পূরণের বিনিময়ে সাবওয়ে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে স্থায়ীভাবে বা চুক্তিতে নির্দিষ্টকৃত সময়সীমা পর্যন্ত উক্ত ভূমির ভূগর্ভ, ভূপৃষ্ঠ বা উহার উপরিভাগ ব্যবহারের অধিকার;";

(গ) দফা (১৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১৩) "লিংক রোড" অর্থ সেতু, টানেল, সাবওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ইত্যাদির সহিত সংযুক্ত সড়ক;"; এবং

(ঘ) দফা (১৬) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৬ক) ও (১৬খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(১৬ক) "সাবওয়ে" অর্থ ভূগর্ভস্থ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা যাহা প্রয়োজন মাফিক ভূপৃষ্ঠে বা উহার উপরিভাগে ভূগর্ভের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত ও সম্প্রসারিত হইতে পারিবে, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(অ) সাবওয়ের সীমানা চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত এলাকার অন্তর্ভুক্ত ভূমি;

(আ) ভূগর্ভ, ভূপৃষ্ঠ বা উহার উপরিভাগে, উপ-দফা (অ) এর অন্তর্ভুক্ত ভুমিতে অবস্থিত সকল অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, স্থাপনা, সরঞ্জাম; এবং

(ই) সাবওয়ের সহিত সম্পর্কিত বা এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত সকল রেললাইন,ভায়াডাক্ট, সাইডিংস, ইয়ার্ড বা ব্রাঞ্চ;

(১৬খ) "সাবওয়ে এলাকা" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত এলাকা;"।

৩। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনের ধারা ৭ এর** প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

৭। বোর্ড গঠন।-(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়্যারম্যানও হইবেন;

(খ) সচিব, সেতু বিভাগ, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঙ) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ;

(চ) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;

(ছ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(ঞ) সদস্য, অর্থ বিভাগ;

(ট) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(ঠ) সচিব, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(ড) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(ঢ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং

(ণ) নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) বোর্ডের চেয়ারম্যানের পুর্বানুমোদনক্রমে, সভার আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে অবদান রাখিতে সক্ষম কোন ব্যক্তিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাইবে, তবে তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না।"।

৪। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**-উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির (।) পরিবর্তে কোলন (:) প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

"তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।"

৫। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**-উক্ত আইনের ধারা ৯ এর-

(ক) দফা (ক)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ক) সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, সাবওয়ে, টোলরোড, ফ্লাইওভার, দ্বিতলসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও লিংকরোড নির্মাণের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা, কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;" এবং

(খ) দফা (ঝ)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঝ) সরকারি কোন সংস্থা বা অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তি বা বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহন কর্তৃপক্ষের কোন স্থাপনা বা উহার সংরক্ষিত কোন অংশ ব্যবহার করিলে, ঐ সকল সংস্থা বা ব্যক্তি বা যানবাহনের উপর ফি বা টোল ধার্য ও আদায় এবং উক্ত ফি বা টোল আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার;"।

৬। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনে নতুন ধারা ৯ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ৯-এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"৯ক। সেতু, সাবওয়ে, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য যে কোন স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ।– (১) সেতু কর্তৃপক্ষ কোন সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, সাবওয়ে, টোলরোড, ফ্লাইওভার, দ্বিতলসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও লিংক রোড বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য যে কোন স্থাপনা নির্মাণের জন্য নির্মাণকারী ঠিকাদার নিয়োগের মূল চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট সেতু, সাবওয়ে, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য যে কোন স্থাপনার নির্মাণোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যের শর্তাদি সংযোজন করিতে পারিবে।

(২) অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মূল চুক্তিতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত বিধান না থাকিলে, সেতু কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী ঠিকাদারকে, উহার অর্জিত অভিজ্ঞতা ব্যবহারের সুবিধার্থে, বস্তুনিষ্ঠ দরকষাকষির মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরাসরি নিয়োগ করিতে পারিবে।

৭। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন।**-উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনির পরিবর্তে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনে** নূতন **ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ১৩এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ১৩ক সংযোজিত হইবে, যথা:-

"১৩ক। স্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ।– (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সাবওয়ে বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন বা এতদসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ আবশ্যক হইলে, কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে সাবওয়ে এলাকার স্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারস্বত্ব জনস্বার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন সাবওয়ে এলাকায় স্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ পদ্ধতি, ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি নিষ্পত্তি, রোয়েদাদ প্রস্তুত, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি, ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণকৃত সম্পত্তিতে প্রত্যাশী সংস্থার অধিকার, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) সাবওয়ে বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ বা এতদসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক আরোপিত নিয়ন্ত্রণের ফলে সাবওয়ে এলাকার কোনো স্থাবর সম্পত্তির ভূগর্ভ, ভূপৃষ্ঠ বা উহার উপরিভাগে বিদ্যমান কোন স্থাপনা বা অন্য কোন স্বার্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা কোন নির্মাণাধীন বা অনুমোদিত অবকাঠামোর নিম্নগামী, ঊর্ধ্বমুখী বা পার্শ্ব সম্প্রসারণের সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা পর্যন্ত সম্প্রসারণের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত ক্ষতির জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সাবওয়ে বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন বা এতদসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে সাবওয়ে এলাকার কোনো স্থাবর সম্পত্তির ভূগর্ভে কোন উন্নয়নকার্য পরিচালনার ফলে উক্ত সম্পত্তির ব্যবহারস্বত্বের নিম্নগামী, ঊর্ধ্বমুখী বা পার্শ্ব সম্প্রসারণের সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা পর্যন্ত সম্পসারণের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে বা উক্ত সীমার মধ্যে বিদ্যমান কোন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন না।"।

৯। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, নিরবচ্ছিন্ন ও সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, কোন সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, সাবওয়ে, টোলরোড, ফ্লাইওভার, দ্বিতলসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও লিংক রোড বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, উহার মালিকানা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শেয়ার মূলধন সংবলিত এক বা একাধিক কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।"।

১০। ২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনে নূতন ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"২৮ক। কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কোন স্থাপনা নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা অন্য কোন কার্যসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও প্রবেশাধিকারে বাঁধা প্রদানের দন্ড। কোন ব্যক্তি যদি সেতু, টানেল, সাবওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনা নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্য কোন কর্ম সম্পাদনে বাঁধা প্রদান করেন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন অথবা অনুরূপ স্থাপনা এলাকায় কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ বা ব্যতিরেকে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।" ।

১১। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইনে নূতন ধারা ৩৬ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ৩৬-এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"৩৬ক। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ—এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি কোন মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।"।

১২। **২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন এর ধারা ৯, ২৬ ও ২৭এ "সাবওয়ে" শব্দটির সংযোজন**।-উক্ত আইনের ধারা ধারা ৯ এর দফা (খ),ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এবং ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) ও (৪) এ উল্লিখিত "টানেল" শব্দটির পর ", সাবওয়ে" কমা ও শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী